দুর্যোগ প্রতিবেদন

বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা ২০১৪

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়

২৪ নভেম্বর, ২০১৪

সূচিপত্র

১.০ ভূমিকা ১
১.১ পটভূমি ১
১. ২ পরিস্থিতি অবলোকন ১
১. ৩ সামগ্রিক দুর্যোগের (বন্যা) প্রভাব ৩
১. ৪ বন্যার প্রতিবেদন প্রস্তুতিকরণ প্রক্রিয়া ৪
২.০ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন ৬
২.১ কৃষি ও জীবিকা ৬
২.১.১ কৃষি ও জিবিকার চাহিদা ৬
২.২ আশ্রয় ৭
২.২.১ আশ্রয়ের চাহিদা ৭
২.৩ পানি ও স্যানিটেশন ৮
২.৩.১ পানিসম্পদ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চাহিদা ৮
২.৪ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাঁধ ৯
২.৪.১ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বেড়িবাঁধ মেরামত ও পুনর্নির্মাণের চাহিদা ৯
২.৫ শিক্ষা ১০
২.৫.১ শিক্ষাখাতে চাহিদা ১০
২.৬ সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য ১১
২.৬.১ সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য খাতে চাহিদা ১১
৩.০ বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং সাড়াদান ১২
৪.০ সীমাবদ্ধতা এবং সুপারিশ ১৪
৪.১ সীমাবদ্ধতা ১৪
৪.২ সুপারিশ ১৪
৫.০ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র ১৫

১.০ ভূমিকা

১.১ পটভূমি

ভৌগোলিক অবস্থান ও জলবায়ুগত কারণে বাংলাদেশ পৃথিবীর সর্বাধিক দুর্যোগপ্রবণ দেশ। বাংলাদেশের দুর্যোগ সম্পর্কে জানতে হলে প্রথমেই বন্যা সম্পর্কে জানতে হবে। কারণ, বন্যার সাথে বসবাস এবং সাহসিকতার সাথে বন্যা মোকাবেলা করার সংস্কৃতি আমাদের দীর্ঘদিনের। এক পরিসংখানে দেখা গেছে বাংলাদেশ একটি পলিবাহিত বিস্তীর্ণ সমতল ব-দ্বীপ হওয়ায় প্রতিবছর বাংলাদেশের প্রায় ২৬,০০০ বর্গ কিমি অঞ্চল অর্থাৎ ১৮ শতাংশ ভূখন্ড বন্যা কবলিত হয়।

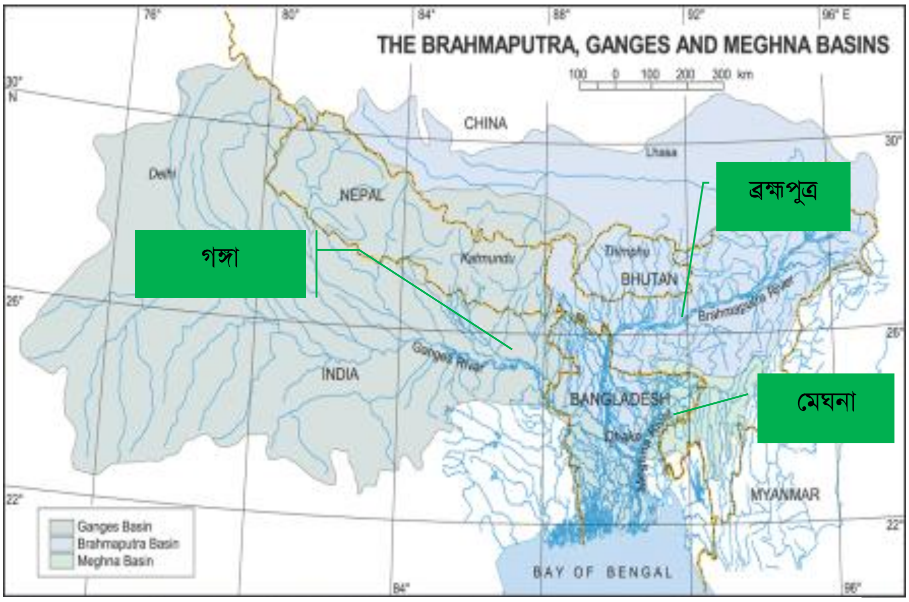

চিত্র ১: গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা (GBM) অববাহিকা

পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনা এই তিন নদীর অববাহিকায় অবস্থিত হওয়ায় এবং সামগ্রিকভাবে মৌসুমী জলবায়ুর ওপর নির্ভরশীলতার কারণে বাংলাদেশের মানুষ **প্রায়শই বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে** আক্রান্ত হয়। এসকল প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে বন্যার সংখ্যা সবচেয়ে বেশি। অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগের তুলনায় **বন্যার স্থায়ীত্ব এবং ব্যাপ্তি বেশি হওয়ায় জীবন, জীবিকা ও সম্পদের** ব্যাপক ক্ষতিসাধন করে থাকে। যার কারণে জনজীবনে নেমে আসে ভয়াবহ দু:খ, কষ্ট এবং অসহায় হয়ে পড়ে সাধারণ মানুষ। সাম্প্রতিককালে ভৌগলিক অবস্থানের পাশাপাশি বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব বন্যার সংখ্যা ও ব্যাপকতা বৃদ্ধি করেছে।

আয়তনের দিক দিয়ে ক্ষুদ্র হলেও জনসংখ্যার দিক দিয়ে বাংলাদেশ পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম একটি দেশ। এদেশের উন্নয়ন কর্মকান্ডের একটা বিরাট অংশ বন্যার কারণে প্রায় প্রতি বছর ক্ষতির সম্মুখীন হয় এবং জীবনযাত্রা মারাত্মক রূপে ব্যাহত হয়। বন্যার প্রকোপে ভেসে যায় ঘর-বাড়ি, বিপর্যস্ত হয় যোগাযোগ ব্যবস্থা, ধ্বংস হয় স্থলপথ, রেলপথসহ অন্যান্য অবকাঠামো, ধ্বংস হয় ফসলের মাঠ, গবাদি পশু, বিঘ্নিত হয় ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ব্যাহত হয় অর্থনীতি। মানুষ বাধ্য হয়ে আশ্রয় নেয় ঘরের চালে বা গাছের ডালে বা বাঁধে। সুপেয় পানির অভাবে দেখা দেয় পেটের পীড়া, আমাশয়, সর্দি, জ্বর, কাশি ইত্যাদি রোগ। নদীর তীর ছাড়িয়ে পানি আশপাশের সমভূমি প্লাবিত করলে সাধারণ জনগণের দুর্ভোগের কারণ হয়ে দাঁড়ায় **বন্যা**। তাই সাধারণ মানুষের দুর্ভোগ কমাতে সরকার বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং এর ক্ষয়-ক্ষতি হ্রাসকল্পে বিভিন্ন কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

১. ২ পরিস্থিতি অবলোকন

টানাবর্ষণ, জোয়ারের পানি আর পাহাড়ি ঢল, উজানে ভারতের প্রধান প্রধান নদীর অববাহিকা এবং দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৮টি জেলায় ধারাবাহিক ভাবে প্রবল বৃষ্টির ফলে ১৩ আগষ্ট হতে বন্যার সৃষ্টি হয়। প্রায় প্রতি বর্ষাকালে ভারতের ফারাক্কা ও গজলডোবা ব্যারেজের সব গেট খুলে দেয়ার ফলে অতিরিক্ত পানি বাংলাদেশে অস্বাভাবিক বন্যার সৃষ্টি করে। ফলে প্লাবিত হয় ঘরবাড়ি ও সড়ক। ২০১৪ সালের শেষভাগে টানাবর্ষণ, জোয়ারের পানি আর পাহাড়ি ঢলে দেশের নীলফামারি, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, রংপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, জামালপুর, টাংগাইল, নেত্রকোনা, ফরিদপুর, রাজবাড়ী, মুন্সিগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, সিলেট ও সুনামগঞ্জ জেলা প্লাবিত হয়।

চিত্র ২: বন্যাপ্লাবিত এলাকা এবং জনসংখ্যা

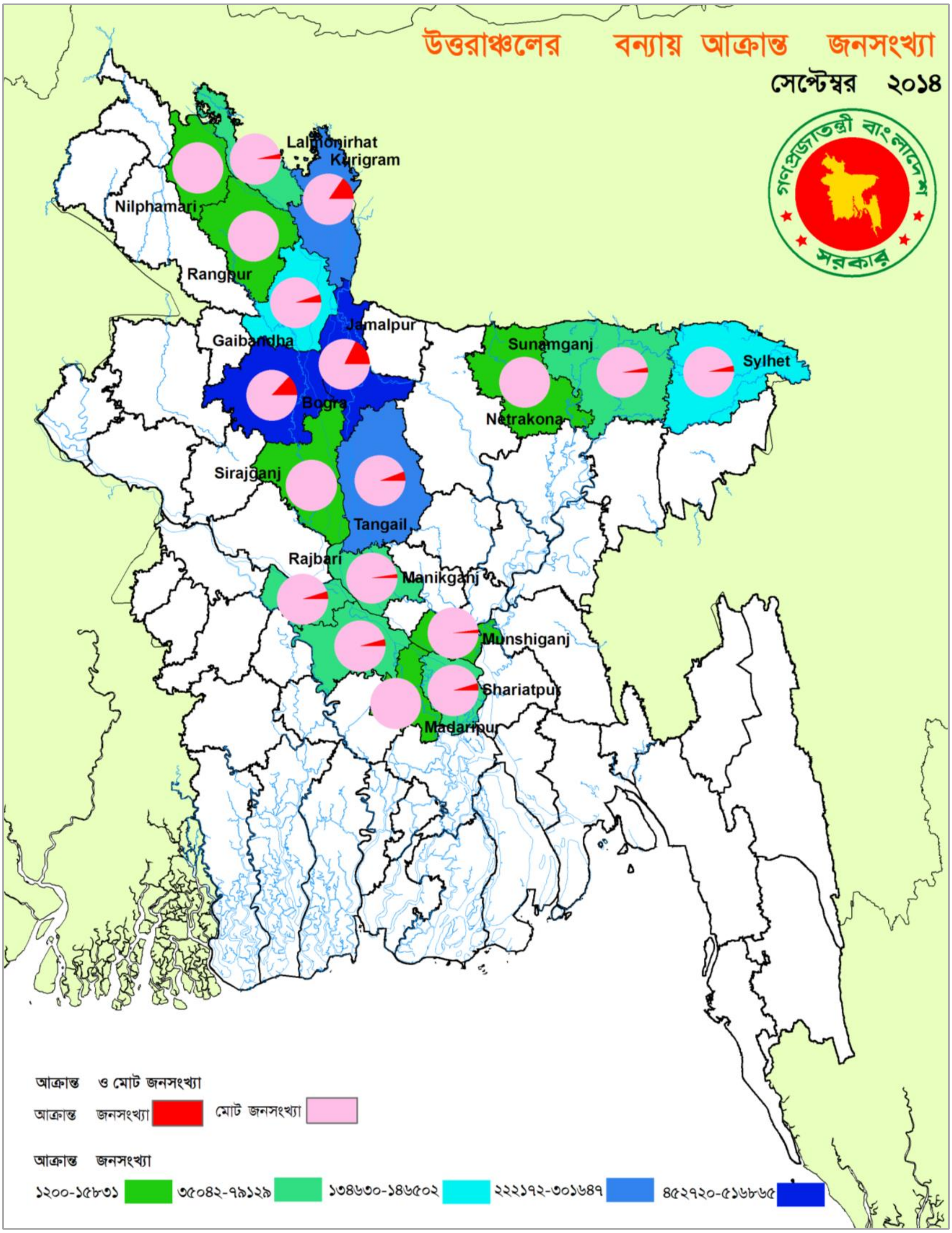

ছক ১: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা ও জনসংখ্যা

সংখ্যা	জেলা	ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা (বঃকিঃ)	ক্ষতিগ্রস্ত পরিবার সংখ্যা	ক্ষতিগ্রস্ত জনসংখ্যা				ক্ষতিগ্রস্ত প্রতিবন্ধির সংখ্যা
				পুরুষ	মহিলা	শিশু	মোট	
১	গাইবান্ধা	৪৮৫.০০	৩৭৭৮৬	৪৬৮৯০	৫০৩৮১	৩৭৩৫৯	১৩৪৬৩০	২০১৫
২	নীলফামারী	৮.০৯৭২	৪১০০	৪৮০০	৫২০০	৫৭০৫	১৫৭০৫	০
৩	কুড়িগ্রাম	১৩৩৯.৬৫	৯২১৪৮	১২৩৫৫৩	১২৪৮৬২	৫৩২৩২	৩০১৬৪৭	৩৩৪১
৪	বগুড়া	৩৪০.৭৬	১৪০৯৩৯	১৪৭৫০০	১৩৭৭০০	১৬৭৫২০	৪৫২৭২০	০
৫	লালমনিরহাট	২০৪.২৯	১২৯৮৭	১৭৬৭৯	১৫০৮২	১২৫১৮	৪৫২৭৯	০
৬	রংপুর	১৩৪.৩৭	৬৬৫	১৫৮০	৪৮০	০	২০৬০	০
৭	জামালপুর	১২১১.০০	১০৮২০২	৩১৯৪০৭	১৭২৭৭৬	২৪৬৮২	৫১৬৮৬৫	৪৫৫৬
৮	টাংগাইল	১৮২.০৫	৬৩৮৯১	১০৪৪১২	৯৬৭৭৯	২০৯৮১	২২২১৭২	৪৫৯
৯	সিরাজগঞ্জ	৭৭২.০০	১০০৫০০	৮০০	৩০০	১০০	১২০০	৭১০
১০	ফরিদপুর	৩১২.২৩	৬২৭৭	২৬৩৬৮	২৮৯৬৪	২৩৭৯৭	৭৯১২৯	২৬০
১১	নেত্রকোনা	৬১২.৯১	১২৩২০	৩২৭৩	২৮০২	৪৭০	৬৫৪৫	০
১২	সুনামগঞ্জ	১৮৪৯.৬৫	৩৭৫৮৮	২৬০৫৫	২৮৬৯৮	৮৬২০	৬৩৩৭৩	৩০৫৬
১৩	রাজবাড়ী	২৫২.৫০	১৩৯২০	২২২৬৮	২২০৮৬	৭৩৭১	৫১৭২৫	৮৬৮
১৪	মুন্সিগঞ্জ	৭৪.৭৯	২১৩৯	৯৬৩৫	৬১৭০	২৬	১৫৮৩১	০
১৫	সিলেট	৩৫৯.০০	১৬৮২৩	৭৩২৫১	৫৮৬০১	১৪৬৫০	১৪৬৫০২	০
১৬	মানিকগঞ্জ	১৪৩.৬৪	৭৬৬৬	১৭০১৭	১৭২৪৭	৭৭৮	৩৫০৪২	৪৪
১৭	মাদারীপুর	৩৯.০০	১০৬৩	২৫৭৩	২৫০৩	২৩৯	৫৩১৫	৪৩২
১৮	শরিয়তপুর	১০২.৩৫	১৪১২২	২২২৬৮	২২০৭১	৮২৭১	৫২৬১০	০
	সর্বমোট	৮৪২৩.২৪	৬৭৩১৩৬	৭৯৪৭৮৮	৬২৭৭৩১	২০৪৮৩২	২১৪৮৩৫০	১৫৭৪১

তলিয়ে গেছে মাছের ঘের ও আমন ধানসহ বিভিন্ন ফসলের মাঠ। দেশের প্রায় বেশীরভাগ নদ-নদীর পানি বিপদসীমার বিপদসীমার ওপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় বন্যার ক্ষয়ক্ষতি বৃদ্ধি পায়। ১২ আগষ্ট তিস্তা নদীর পানি বিপদসীমার ৩৮ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় ঐ রাতেই স্থানীয় প্রশাসন রেড অ্যালার্ট জারি করে।

১. ৩ সামগ্রিক দুর্যোগের (বন্যা) প্রভাব

- টানা বর্ষণ, জোয়ারের পানি আর পাহাড়ি ঢল, উজানে ভারতের প্রধান প্রধান নদীর অববাহিকা এবং দেশের উত্তর-পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের ১৮টি জেলায় ধারাবাহিকভাবে প্রবল বৃষ্টির ফলে ১৩ আগষ্ট হতে বন্যার সৃষ্টি হয়। ফলে দেশের ১৮টি জেলার ২.১৫ মিলিয়ন মানুষের বসত-বাড়ি, জীবন ও জীবিকা, **ফসল** এবং **প্রাণীসম্পদের** ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।
- বন্যায় প্লাবিত হয়ে ১৪৯,৬৪৫ জন মানুষ গৃহহারা এবং ২১ জন মারা যায়।

চিত্র ৩: বন্যাপ্লাবিত এলাকায় বিপর্যস্ত জনজীবন

- ৩৩,০০৯ টি বাড়ি সম্পূর্ণ এবং ১৭৩,১৩৮ টি বাড়ি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ও ঝুঁকিপূর্ণ বাড়ি-ঘর মেরামতের জন্য নির্মাণ সামগ্রীর (সি.আই শীট ইত্যাদি) প্রয়োজন দেখা দেয়।
- ২,০৩০টি নলকূপ এবং ৩৯,৫১২টি শৌচাগার সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বন্যা দূর্গত এলাকার জনস্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়।
- ৮১,৫৩০টি গৃহপালিত পশু এবং ১৭৭,৩৪৭.৭৫ হেক্টর আবাদী জমি প্লাবিত হওয়ায় বন্যায় আক্রান্ত এলাকার মানুষের জীবিকা ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

১. ৪ বন্যার প্রতিবেদন প্রস্তুতিকরণ প্রক্রিয়া

বন্যায় আক্রান্ত উপজেলা ও জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফরম এর তথ্যের ভিত্তিতে বন্যা প্রতিবেদন-২০১৪ প্রস্তুত করা হয়েছে। Standing Order on Disaster (SOD) এর নির্দেশনা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা (PIO) বন্যার তথ্যাদি ডি-ফরম যথাযথভাবে পূরণ করে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তার কার্যালয়ে প্রেরণ করেন। জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা সকল উপজেলার ডি-ফরম সংকলন করে পরবর্তী প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের নিমিত্ত দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরে (DDM) প্রেরণ করেন। এছাড়াও বন্যায় আক্রান্ত উপজেলার উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তাদের (PIO) সাথে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) এর জরুরি সাড়াদান কেন্দ্রের (EOC) সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে তথ্য সংগ্রহ করে। টেলিফোনের মাধ্যমে প্রাপ্ত দৈনন্দিন তথ্যের ভিত্তিতে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (DDM) জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (EOC) হতে Situation Report (SitRep) প্রকাশ করা হয়। বন্যা প্রতিবেদন-২০১৪ প্রণয়নে উক্ত SitRep এর তথ্যাদিও সন্নিবেশিত করা হয়েছে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) বন্যায় আক্রান্ত ১৮টি জেলার জেলা প্রশাসক, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান, সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডার/ডিপার্টমেন্ট এবং উপজেলা নির্বাহী অফিসারদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা, উপজেলা এবং ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান এবং ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদার তথ্য প্রেরণ নিশ্চিত করে। তথ্য প্রেরণের ক্ষেত্রে ১৮টি জেলার জেলা প্রশাসকগণ মূখ্য ভূমিকা পালন করেছেন।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রনালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন
৯২-৯৩ মহাখালী বা/এ, ঢাকা-১২১২
www.ddm.gov.bd

দেশব্যাপী বন্যা পরিস্থিতি এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের জরুরি সাড়াপ্রদান সংক্রান্ত প্রতিবেদন

তারিখ ও সময়ঃ	১৭ ভাদ্র' ১৪২১ বঙ্গাব্দ, ০১ সেপ্টেম্বর' ২০১৪খ্রিঃ, সোমবার, সময়ঃ ১৫:০০টা
আপদঃ	বন্যা ও নদীভাঙ্গন
আক্রান্ত জেলা সমূহঃ	কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, রংপুর, বগুড়া, সিরাজগঞ্জ, টাংগাইল, জামালপুর, ঢাকা, ফরিদপুর, সুনামগঞ্জ, নেত্রকোনা, মানিকগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, সিলেট এবং রাজবাড়ী

দেশজুড়ে সার্বিক বন্যা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। আবার তিস্তা নদীর পানি বিপদ সীমার উপর থাকলেও কিছু এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি উন্নতি হয়েছে।ধরলা ব্রক্ষপুত্র, তিস্তা ও যমুনার পানি সামান্য কমলেও এখনও তা বিপদ সীমার উপরে। এছাড়াও গত দু'দিনে শেরপুরে বন্যায় ৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, সিরাজগঞ্জ, টাঙ্গাইল সহ বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতির সামান্য উন্নতি হয়েছে। কিন্তু একনো বন্যায় পানিবন্দি লাখো। তবে বিশুদ্ধ পানির সংকট দেখা দিয়েছে ঐ এলাকায়। টাঙ্গাইলের ৩৫টি গ্রাম এখনও পানির নিচে। বাদ পরেনি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শেরপুর ও জামালপুরে বন্যা পরিস্থিতির উন্নতি হয়েছে। গত ২ সপ্তাহের বন্যায় তলিয়ে গেছে শরিয়তপুর ও কুড়িগ্রামের শতশত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। একই সাথে বন্ধ হয়ে গেছে শিক্ষা কার্যক্রম। মাত্র ২ মাস পরে জে.এস.সি ও পি.এস.সি পরীক্ষা। এ পরিস্থিতিতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে উদ্বিগ্ন তাদের অবিভাবক ও শিক্ষকরা। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে স্কুল কলেজ। এর পরও থেমে নেই শিক্ষার্থীরা। কুড়িগ্রামে হেঁটে বা পানির মধ্য দিয়ে কলা গাছের ভেলায় করে স্কুলে আসছে শিক্ষার্থীরা।

জামারপুরের সার্বিক বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। গত ২৪ ঘন্টায় যমুনা নদীর পানি কিছুটা কমলেও আজ সোমবার সকালে বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে বিপদসীমার ৩০ সে.মি উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছিল। পানি কমলেও কমেনি জেলার ৭ উপজেলার পানিবন্দী আড়াই লক্ষ মানুষের দুর্ভোগ। টানা ১৫ দিন ধরে বিপদসীমার উপর দিয়ে পানি প্রবাহিত হওয়ায় দুর্গত এলাকায় কাজ ও খাদ্যের তীব্র সংকট এবং পানিবাহিত রোগ দেখা দিয়েছে। জেলার প্রায় ৩৪ হাজার হেক্টর জমির ফসল পানিতে নিমজ্জিত আছে। এর মধ্যে শুধু রোপা আমন ৩২ হাজার হেক্টর। ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে জেলার প্রায় ২ লক্ষ ৩০ হাজার কৃষক। প্রায় আড়াই হাজার পুকুর বন্যার পানিতে ভেসে গেছে। দুর্গতদের জন্য এখন পর্যন্ত ২০২ মে.টন চাল ও ১৫ লাখ ৫০ হাজার টাকার শুকনো খাবার বিতরণ করা হয়েছে।

যমুনা নদীর পানি কিছু কমলেও সিরাজগঞ্জ বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে। সোমবার সকালে সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে যমুনার পানি বিপদসীমার ২৩ সেন্টিমিটার উপর দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। পানি উন্নয়ন বোর্ড জানিয়েছে, গত ২৪ ঘন্টায় যমুনার পানি সিরাজগঞ্জ পয়েন্টে ১৪ সেন্টিমিটার কমেছে। যমুনায় পানি কমলেও সিরাজগঞ্জ সদর, কাজিপুর, চৌহালী এবং শাহজাদপুর উপজেলার বন্যা পরিস্থিতি অপরিবর্তিত রয়েছে।

চিত্র ৪: ডিডিএম এর EOC হতে প্রকাশিত Situation Report (SitRep)

স্থানীয় এবং জাতীয় উভয় পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ এবং সংগৃহিত তথ্যের সঠিকতা যাচাই করা হয়। স্থানীয় পর্যায়ে জেলা ত্রাণ ও পুনর্বাসন কর্মকর্তা (DRRO) তথ্য সংগ্রহ, যাচাই, সঠিকতা নিরূপন ও সংকলন করে জেলা প্রশাসকের মাধ্যমে দুর্যোগ

ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) এ প্রেরণ করেন। জাতীয় পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) এর জরুরি সাড়াদান কেন্দ্র (EOC) সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফরম এর তথ্য চূড়ান্তভাবে যাচাই এবং বিশ্লেষন করে।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফরম এ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী চূড়ান্তভাবে বন্যা প্রতিবেদন প্রস্তুত করেছে। এ পর্যায়ে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সকল জেলা হতে প্রাপ্ত ডি-ফরম এর তথ্য জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, ডিডিএম এর মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা, স্থানীয় জন প্রতিনিধি এবং সরকারি অন্যান্য সংস্থার কর্মকর্তাদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে পুনরায় যাচাই করা হয়েছে। ডি-ফরম এর তথ্যের সঠিকতা যাচাই এবং সংকলনের ক্ষেত্রে DMIC, ইউএনডিপি এর Early Recovery Facility (ERF) সহযোগিতা প্রদান করেছে।

চিত্র ৫: ডি-ফরম এর মাধ্যমে ক্ষয়-ক্ষতি ও চাহিদার তথ্য সংগ্রহ

২.০ ক্ষয়ক্ষতি ও চাহিদা নিরূপন

২.১ কৃষি ও জীবিকা

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্ত ফসল ও বীজতলা	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
কুড়িগ্রাম, জামালপুর, টাঙ্গাইল	১৭৭,৩৪৭.৭৫ হেক্টর **ক্ষতিগ্রস্ত প্রাণী সম্পদ ও পোল্ট্রি সেক্টর** ৮১,৫৩০ টি	১০,১০৪ মিলিয়ন টাকা

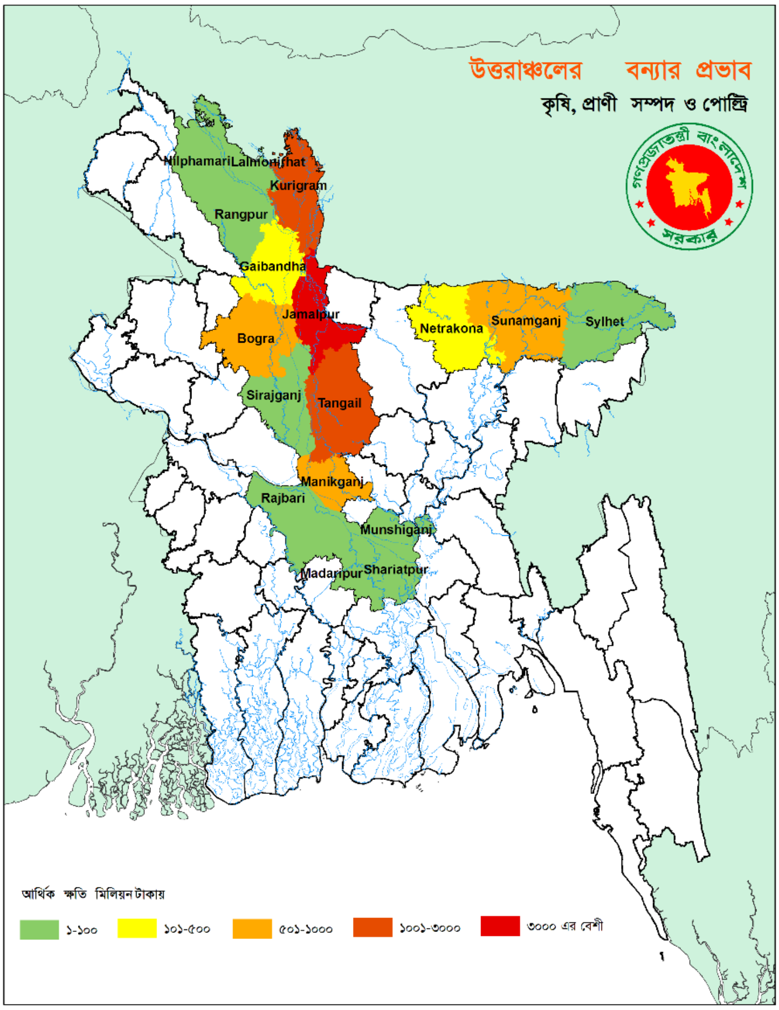

চিত্র ৬: ক্ষতিগ্রস্ত ফসল, প্রাণীসম্পদ ও পোল্ট্রি সেক্টর

বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো এর ২০১৩ সালের জরিপ অনুযায়ী, বন্যায় আক্রান্ত জেলা সমূহের অধিবাসিরা সাধারণত কৃষিজিবি ও দিনমজুর। এসকল এলাকার মানুষের আয়ের উৎস সাধারণত কৃষি হলেও তারা বিকল্প জিবিকা হিসেবে পশুপালন এবং মৎস্য চাষ করে থাকে। ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী এবারের বন্যায় কৃষি খাত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। নভেম্বর মাস ধান কাটার মৌসুমের প্রাক্কালে বন্যা সংঘটিত হওয়ায় আমন ধান, বীজতলা ও আউশ ধানের ক্ষেত ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গৃহপালিত পশু এবং মৎস্য সম্পদ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ফলে বিকল্প আয়ের উৎস ব্যাহত হয়েছে। এছাড়াও সুপেয় পানি ও পশুখাদ্যের সংকট, গৃহপালিত পশু এবং পোল্ট্রি সেক্টরে উল্লেখযোগ্য প্রভাব ফেলেছে।

তাই, বন্যা আক্রান্ত এলাকার অধিবাসিদের জিবিকা এবং উৎপাদনশীল সম্পদের পুনরুদ্ধার করা অত্যন্ত জরুরি যা আক্রান্ত পরিবারের পুনরায় আয়ের সংস্থান করতে সহায়তা করবে। এর ফলে বন্যায় আক্রান্ত এলাকার অধিবাসিরা ঝুঁকি মোকাবেলা করে অর্থনৈতিক কর্মকান্ড পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হবে।

২.১.১ কৃষি ও জিবিকার চাহিদা

- আক্রান্ত এলাকার মানুষের কৃষি, প্রাণীসম্পদ, মৎস্য সম্পদের পুনরুদ্ধারের জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ ক্রয় বাবদ নগদ (ক্যাশ) অর্থ সহায়তা প্রয়োজন।
- কৃষকের ক্ষতি কাঁটিয়ে উঠার লক্ষ্যে আসন্ন বোরো মৌসুমে পর্যাপ্ত পরিমাণ শস্য-বীজ ও সার বরাদ্দ প্রদান করা প্রয়োজন।
- স্বল্প সময়ে উৎপাদনে সক্ষম বিকল্প ফসল হিসেবে শীত মৌসুমের শাক-শব্জি উৎপাদনের জন্য কৃষককে উৎসাহিত করা যেতে পারে।
- আক্রান্ত এলাকার মানুষের আয় নিশ্চিতকল্পে পর্যাপ্ত সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিসহ অন্যান্য কর্মসূচি গ্রহণ করা যেতে পারে।

২.২ আশ্রয়

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ীর সংখ্যা	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
গাইবান্ধা, বগুড়া, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ	**সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত ৩৩,০০৯ টি** **আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ১৭৩,১৩৮ টি**	**৬,০৬৫ মিলিয়ন টাকা**

ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বন্যা ও নদী-ভাঙ্গনে মানুষের বাড়ী-ঘরের ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশ আশ্রয় সংকটে পড়েছে। বন্যার পানি নেমে যাওয়ার পর, স্থানচ্যুত মানুষ নিজ বাড়িতে ফিরে আসায় আশ্রয় সংকট আরও প্রকট আকার ধারন করেছে। গাইবান্ধা, বগুড়া ও কুড়িগ্রাম জেলার মানুষের বন্যা ও নদী-ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর মেরামত করে বসবাস উপযোগী করাই এখন মূখ্য বিষয়।

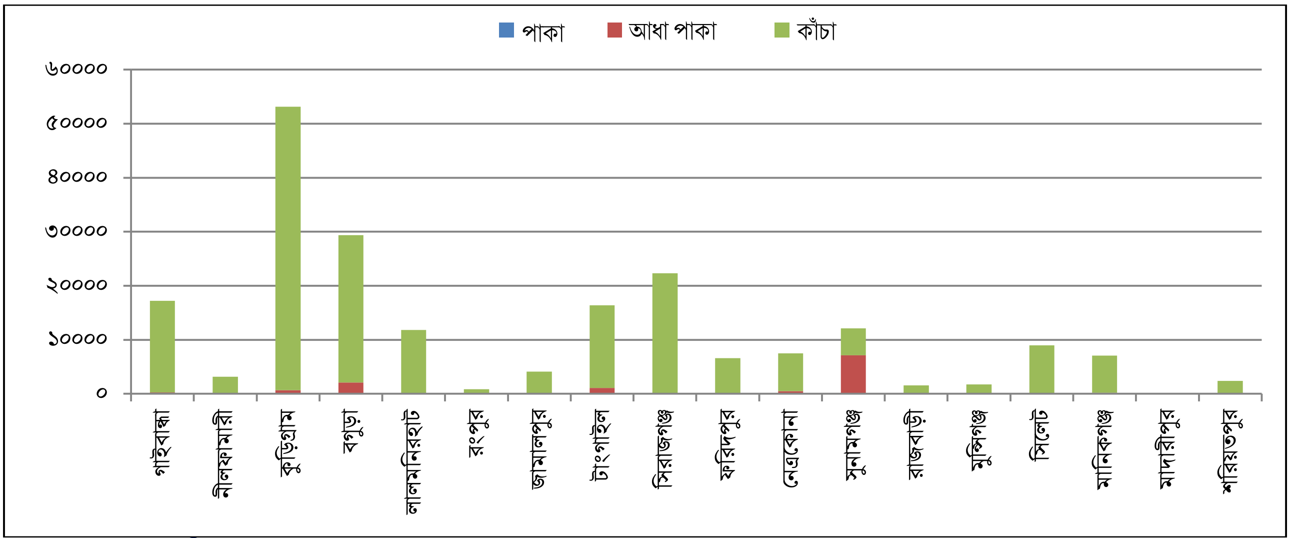

চিত্র ৭: বন্যা ও নদী-ভাঙ্গনে বিধ্বস্ত বাড়ি-ঘর

অপরদিকে দেশের উত্তরাঞ্চলের চর এলাকায় বন্যা রক্ষা বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় পানির তীব্র স্রোতে এবং নদী-ভাঙ্গনে অনেক বাড়ি-ঘর সম্পূর্ণরূপে ভেসে গেছে। আক্রান্ত এলাকার মানুষের বাড়ি-ঘর সাধারণত কাঁচা এবং মাটি, বাঁশ ও কাঠ দ্বারা নির্মিত হওয়ায় বন্যার ঝুঁকি আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। আক্রান্ত পরিবার বাসস্থানের পাশাপাশি অন্যান্য সম্পদ, কৃষি জমি, প্রাণিসম্পদ ও জিবিকার ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়েছে। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠির বাড়ি-ঘর মেরামতের জন্য প্রয়োজনীয় নির্মাণ সামগ্রী ও উপকরণ ক্রয়ক্ষমতা এবং জিবিকা পুনরুদ্ধারের ক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে।

২.২.১ আশ্রয়ের চাহিদা

- আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাসস্থান মেরামতের জন্য নগদ অর্থ সহায়তা প্রদান করা যেতে পারে।
- আক্রান্ত পরিবার, যারা আশ্রয়কেন্দ্র, প্রতিবেশী, আত্নীয়-স্বজনের গৃহে অথবা বেড়ি বাঁধে আশ্রয় গ্রহণ করেছে, তাদের বাসস্থানের ঝুঁকি বিবেচনা করে বন্যা সহনীয়ভাবে (Build Back Better) পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- গৃহ মেরামত ও পুনর্নির্মাণের জন্য আর্থিক সহায়তার ক্ষেত্রে নির্মাণ বাবদ শ্রমিক মজুরীর বিষয়টি বিবেচনায় রাখা প্রয়োজন।
- স্থানীয় সক্ষমতা বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে গৃহ মেরামত ও পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য নির্মাণ সামগ্রী এবং শ্রমিক নিয়োগ করা যেতে পারে।

২.৩ পানি ও স্যানিটেশন

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্ত পানিসম্পদ ও স্যানিটেশন	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
গাইবান্ধা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, জামালপুর, রাজবাড়ী	**ক্ষতিগ্রস্ত নলকূপের সংখ্যা ২১,৬৮৪ টি** **ক্ষতিগ্রস্ত পায়খানার সংখ্যা ১০১,০১৯ টি** **ক্ষতিগ্রস্ত জলাধারের সংখ্যা ২২,১১৫ টি**	**৪৫৩ মিলিয়ন টাকা**

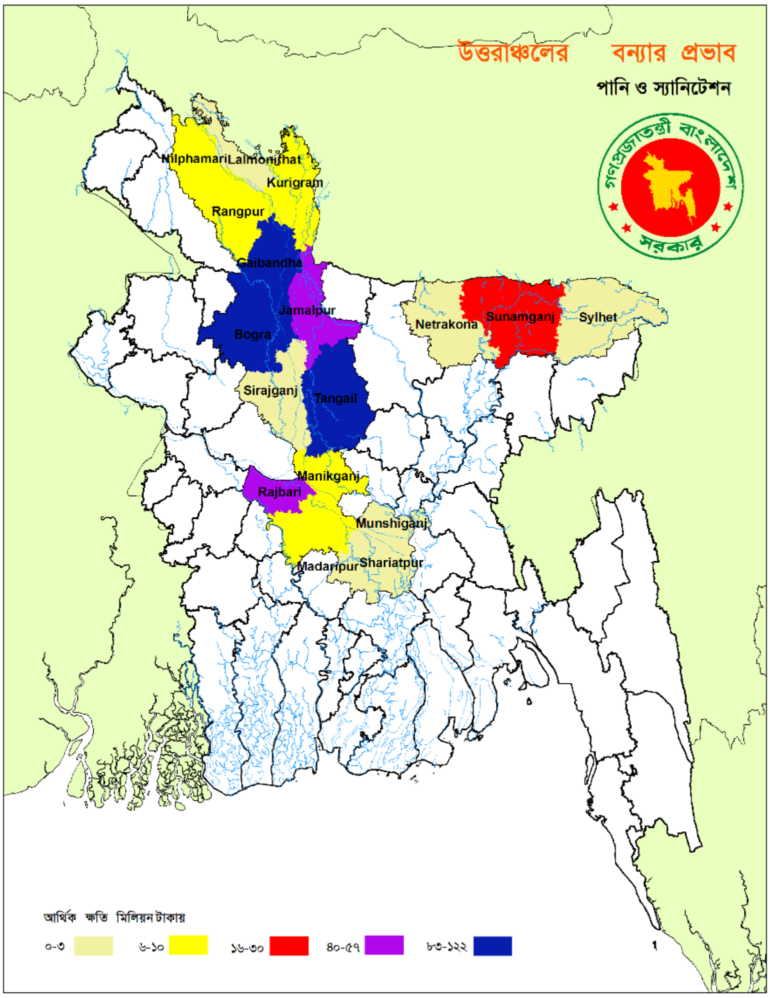

চিত্র ৮: আক্রান্ত পানি ও স্যানিটেশন সেক্টর

সাম্প্রতিক বন্যায় পানি সম্পদ এবং জনস্বাস্থ্য ব্যাপকভাবে ব্যাহত হয়েছে। ডি-ফরমে প্রাপ্ত baseline তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, বন্যা আক্রান্ত এলাকার মানুষের খাবার পানির প্রধান উৎস হচ্ছে হস্তচালিত, অ-গভীর এবং গভীর নলকূপ। দৈনন্দিন কাজের জন্য সাধারণত পুকুর এবং নদীর পানি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এবারের বন্যায় বিপুল সংখ্যক হস্তচালিত নলকূপ ডুবে যায় এবং ব্যবহার অনুপযোগী হয়ে পরে। পুকুর এবং অন্যান্য জলাধারে বন্যার পানি মিশ্রনের ফলে সংক্রমিত হয় এবং বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকট দেখা দেয়। বিশুদ্ধ খাবার পানির তীব্র সংকটের দরুন পানিবাহিত রোগের প্রকোপ বেড়ে যায়। একাধারে পানির উৎস সংক্রমিত হওয়া এবং পাশাপাশি স্বাস্থ্যসম্মত পায়খানা ভেসে যাওয়ায় বন্যা আক্রান্ত এলাকার মানুষ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে রয়েছে। আক্রান্ত মানুষের মধ্যে যারা রাস্তা, বাঁধ কিংবা আশ্রয়কেন্দ্রে আশ্রয় গ্রহণ করেছে তাদের ঝুঁকি তুলনামূলকভাবে বেশি ।

২.৩.১ পানিসম্পদ ও জনস্বাস্থ্য বিষয়ক চাহিদা

- পর্যাপ্ত বিশুদ্ধ খাবার পানি সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে আক্রান্ত এলাকার বিভিন্ন স্থানে সুব্যবস্থা রাখা জরুরি। প্রয়োজনে ভ্রাম্যমান পানি বিশুদ্ধরণ প্লান্ট সরবরাহ করা যেতে পারে।
- স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আপদ মোকাবেলা এবং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংখ্যক অস্থায়ী স্বাস্থসম্মত শৌচাগার স্থাপন করা প্রয়োজন।
- দৈনন্দিন গোসল ও কাপড় ধোয়ার কাজে ব্যবহারের জন্য পুকুর ও জলাধার পুনখনন করে ব্যবহার উপযোগী করা প্রয়োজন।
- বৃষ্টির পানি ধরে রাখার সরঞ্জাম সরবারাহ এবং প্রশিক্ষণ প্রদান করা যেতে পারে।
- Hygiene kits এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করে জনস্বাস্থ্য সুরক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে।
- বিদ্যমান নলকূপের মেঝে উঁচু করে ভবিষ্যতে বন্যার ঝুঁকি হ্রাস করা প্রয়োজন।
- সকল প্রকার স্থাপনা বন্যার ঝুঁকি বিবেচনায় রেখে নির্মাণ করতে হবে।

২.৪ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাঁধ

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্ত সড়ক	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
জামালপুর, সুনামগঞ্জ, গাইবান্ধা, বগুড়া, টাঙ্গাইল, মাদারীপুর	সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত ৫৫০ কিলোমিটার আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ৩,৬০০ কিলোমিটার **ক্ষতিগ্রস্ত সেতু/কালভার্ট** সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত ৯৫ টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ৩৪০ টি	১,৭২৭ মিলিয়ন টাকা

ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, অনেক রাস্তাঘাট ও সড়ক প্লাবিত হওয়ায় বন্যা আক্রান্ত এলাকার আভ্যন্তরীন যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হয়েছে। মাটির রাস্তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সর্বাধিক পরিমাণে। বন্যা আক্রান্ত এলাকা সংলগ্ন বেড়ী বাঁধ ভেঙ্গে যাওয়ায় বাঁধে নির্মিত রাস্তা প্লাবিত হয়েছে। এবারের বন্যায় সর্বমোট ৩৬৫ কিলোমিটার বেড়ি বাঁধ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

স্থানচ্যুত জনগোষ্ঠী, বিশেষত চরাঞ্চলের মানুষ তাদের নিজ আবাসে ফিরে আসার ক্ষেত্রে নৌকা ও ঝুঁকিপূর্ন মাটির রাস্তা ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে। অনেক এলাকার সেতু/কালভার্ট বিধ্বস্ত হওয়ায় যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে সহজলভ্য শ্রমিক ও নির্মাণ সামগ্রী ব্যবহার করে সেতু/কালভার্ট ও সংযোগ সড়ক মেরামত করা যেতে পারে যা স্থানীয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে ভূমিকা রাখবে।

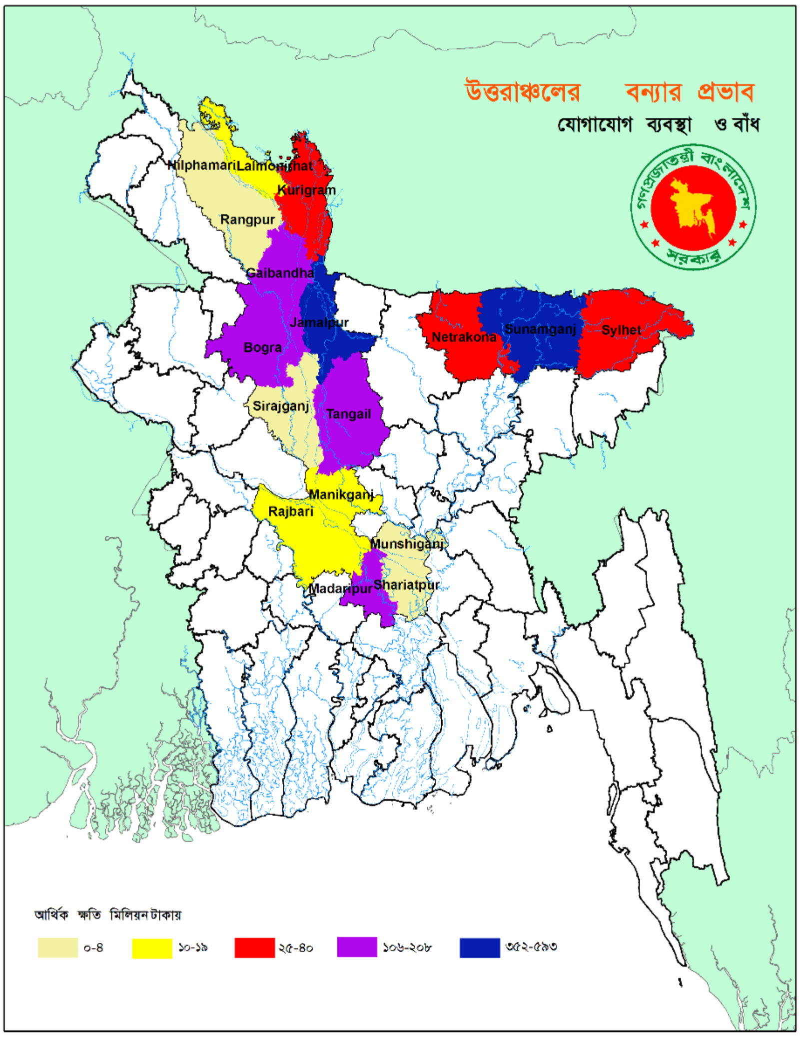

চিত্র ৯: আক্রান্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বেড়িবাঁধ

২.৪.১ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বেড়িবাঁধ মেরামত ও পুনর্নির্মাণের চাহিদা

- আক্রান্ত এলাকার দরিদ্র ও অসহায় মানুষের আয়-বর্ধক কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে স্থানীয় অধিবাসির অংশগ্রহণে মাটির রাস্তা এবং বেড়ি বাঁধ নির্মাণ, মেরামত ও পুনর্নির্মাণ করা প্রয়োজন।
- আগামী বর্ষা মৌসুমের আগেই ক্ষতিগ্রস্ত সেতু/কালভার্ট মেরামত বা পুনর্নির্মাণ করতে হবে।

২.৫ শিক্ষা

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
গাইবান্ধা, বগুড়া, জামালপুর	সম্পূর্ন ক্ষতিগ্রস্ত ৫৭ টি আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত ১,৪৯০ টি	১১৯ মিলিয়ন টাকা

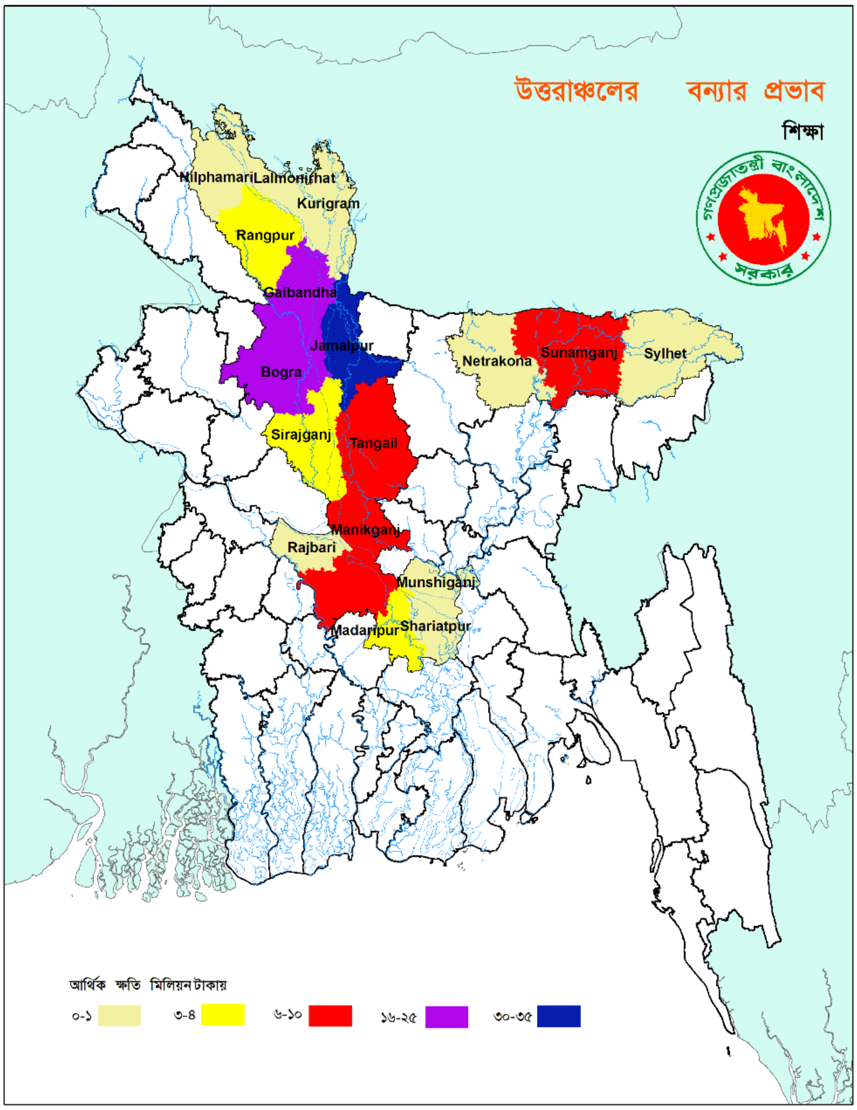

চিত্র ১০: ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

যে কোন দুর্যোগ সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথেই শিক্ষা ব্যবস্থা সরাসরি প্রভাবিত হয়। একদিকে যেমন অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয় অন্যদিকে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানসমূহ অস্থায়ী আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষাখাত ব্যাপকভাবে ব্যহত হয়। সাম্প্রতিক বন্যায় আক্রান্ত এলাকার অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আশ্রয়কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত হওয়ায় শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রাখা হয়েছিল। এছাড়াও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ সড়কগুলোও বহুলাংশে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা স্কুলে যাতায়াতে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছে। তন্মধ্যে প্রাথমিক বিদ্যালয় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার স্বার্থে ক্ষতিগ্রস্ত প্রাথমিক বিদ্যালয় সমূহ অতিদ্রুত মেরামত করা প্রয়োজন। সম্পূর্ণ ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থান, দুর্যোগ সহনীয় অবকাঠামো (resilient infrastructure) বিবেচনায় রেখে ভবিস্যতে দুর্যোগের ঝুঁকি হ্রাস করা যেতে পারে।

২.৫.১ শিক্ষাখাতে চাহিদা

- দুর্যোগকালীন শিক্ষা কার্যক্রম চলমান রাখার জন্য বিকল্প ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন।
- শিক্ষক ও ছাত্র/ছাত্রীদের নির্বিঘ্ন যাতায়াত নিশ্চিত করার জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংযোগ সড়ক সংস্কার বা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহন করা প্রয়োজন।
- সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নির্মাণ এবং আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মেরামতের জন্য সহায়তা প্রদান করা প্রয়োজন।
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উপর চাপ কমানোর জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে।

২.৬ সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য

অধিকতর ক্ষতিগ্রস্ত জেলা সমূহ	ক্ষতিগ্রস্ত সামাজিক অবকাঠামো	প্রাক্কলিত ক্ষতির পরিমান
মানিকগঞ্জ, সিলেট, কুড়িগ্রাম	ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ৯১৬ টি স্বাস্থ্য কেন্দ্র ৭৪ টি বৈদ্যুতিক লাইন ১৮.২ কিলোমিটার ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প ১৮০ টি বন সম্পদ ৪৯৭ হেক্টর	২০২ মিলিয়ন টাকা

ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায়, স্বাস্থ্যসেবা খাত (কমিউনিটি ক্লিনিক সহ), ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান বিশেষ করে মসজিদ-মন্দির, ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প, বৈদ্যুতিক লাইন, বনজ সম্পদ সাম্প্রতিক বন্যায় আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, জামালপুর, টাঙ্গাইল, সুনামগঞ্জ জেলার স্বাস্থ্যসেবা খাত সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় জেলাগুলোতে বিকল্প স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করা জরুরি। গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, টাঙ্গাইল, সিরাজগঞ্জ, সুনামগঞ্জ এবং মাদারীপুর জেলার ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এসব জেলার অনেক মসজিদ-মন্দির সম্পূর্ণরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় নতুনভাবে নির্মাণ করা প্রয়োজন। বন্যার পানির স্রোতের তীব্রতায় ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণরূপে ভেঙ্গে যাওয়ায় নতুনভাবে নির্মাণের ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থান বিবেচনায় রাখতে হবে।

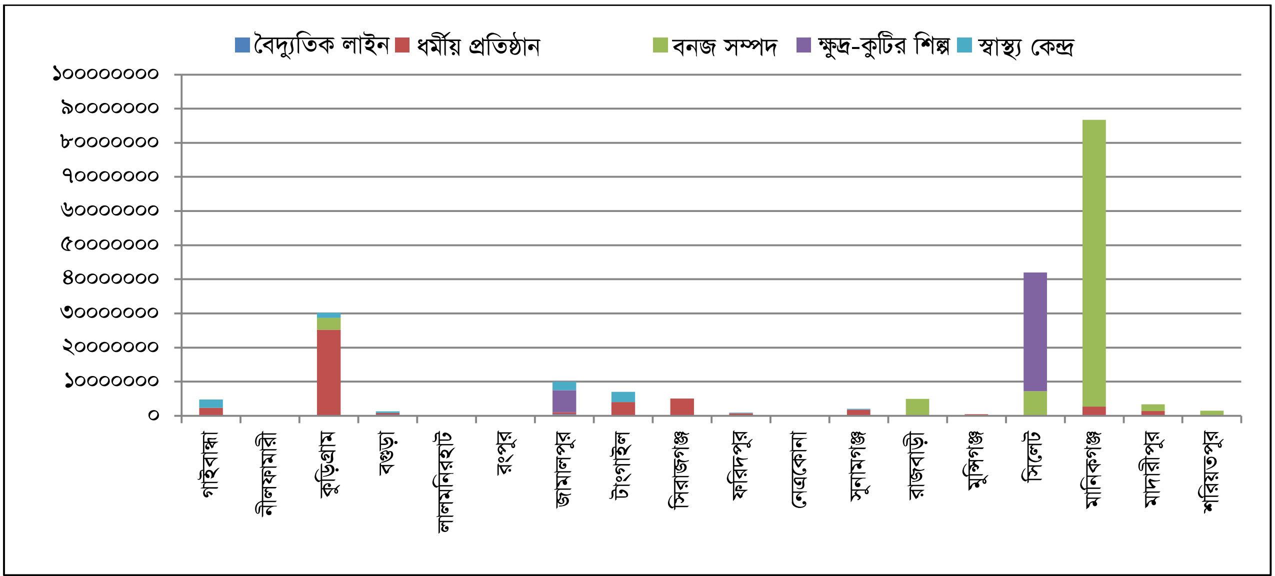

চিত্র ১১: আক্রান্ত সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য খাত

সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষুদ্র-কুটির শিল্প খাতের উল্লেখযোগ্য কোন ক্ষতি হয়নি। অপরদিকে, জামালপুর ও সিলেট জেলার কৃষিভিত্তিক শিল্পপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। একইভাবে, বগুড়া ও মুন্সিগঞ্জ জেলা ব্যতিত অন্যান্য জেলায় বৈদ্যুতিক লাইনেরও তেমন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়নি। ডি-ফরমে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, বনজ সম্পদের তেমন উল্লেখযোগ্য ক্ষতি হয়নি কেবলমাত্র কুড়িগ্রাম, রাজবাড়ী, মানিকগঞ্জ এবং শরিয়তপুর জেলার কিছু সামাজিক বনায়ণ এবং নার্সারী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

২.৬.১ সামাজিক অবকাঠামো ও অন্যান্য খাতে চাহিদা

- স্থানীয় স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলো সচল রাখার স্বার্থে অবকাঠামো মেরামত, পর্যাপ্ত ঔষুধ ও প্রয়োজনীয় জনবলের সংস্থান করা প্রয়োজন।
- সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে নিরাপদ স্থানে নির্মাণ এবং আংশিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে মেরামত করা প্রয়োজন।
- সামাজিক বনায়ন এবং বাসগৃহের আঙিনায় বনায়নকে উৎসাহিত করে খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যেতে পারে।

৩.০ বন্যা মোকাবেলায় প্রস্তুতি এবং সাড়াদান

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার তথা দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM), বন্যা মোকাবেলায় ও ঝুঁকি হ্রাসে প্রাক জরুরি বন্যা প্রস্তুতি এবং সাড়াদান পরিকল্পনা প্রণয়নসহ ব্যাপক প্রস্তুতি গ্রহণ করে। এ প্রসঙ্গে "জরুরি বন্যা প্রস্তুতি পরিকল্পনাঃ বাংলাদেশ, জুন ২০১৩" এবং "বন্যা সাড়াদান প্রস্তুতি পরিকল্পনাঃ বাংলাদেশ, জুন ২০১৪" প্রণয়ন এবং হালনাগাদ করা হয়েছে। এ পরিকল্পনা অনুযায়ী দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) এবং জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি প্রস্তুতিমূলক কর্মসূচি গ্রহণ করে। এছাড়াও বিভিন্ন স্টেকহোল্ডার, স্থানীয় প্রশাসন ও I/NGO দের অংশগ্রহনে জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটি জরুরি সভা করে বন্যা মোকাবেলায় সম্মিলিত প্রস্তুতি এবং সাড়াদান নিশ্চিত করে।

বন্যা মোকাবেলার প্রস্তুতি হিসেবে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয় (MoDMR), দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM), এবং অন্যান্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থা কর্তৃক আগাম মজুদকৃত সম্পদের অবস্থা সংক্রান্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে। তালিকাটি উত্তরাঞ্চলের বন্যা সাড়াদানে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। সাম্প্রতিক বন্যার মোট ক্ষতি হয় ১৮৬,৭০০ লক্ষ টাকা, যা কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেছে।

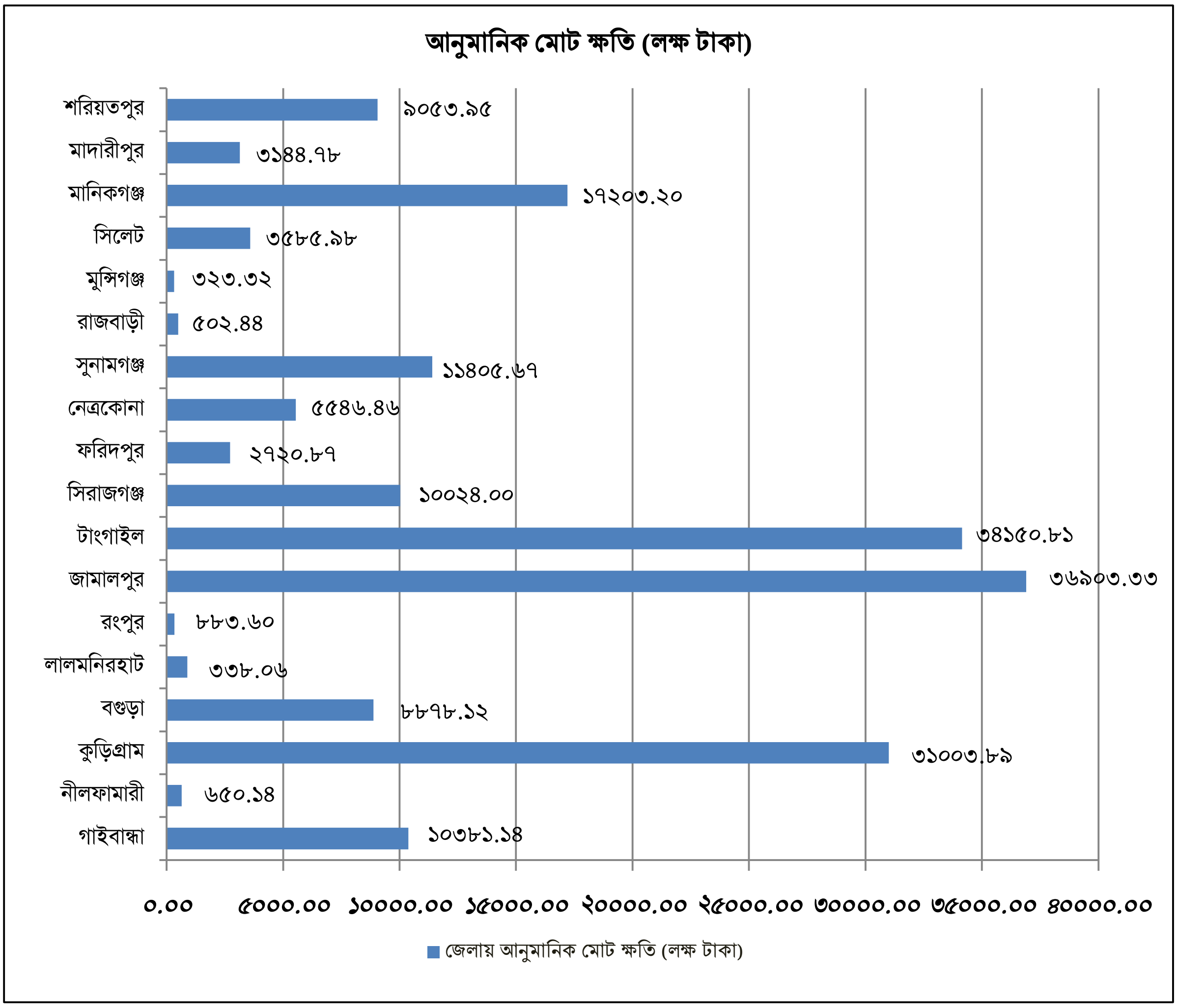

চিত্র ১২: বন্যায় আনুমানিক মোট ক্ষতির পরিমান (লক্ষ টাকা)

চিত্র ১৩: দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়া (বীর বিক্রম), এমপি বগুড়া জেলার সারিয়াকান্দি উপজেলার বন্যা দুর্গত এলাকা পরিদর্শন করেন এবং বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেন।

ছক ২: বন্যার ক্ষয়ক্ষতি মোকাবিলায় সরকার কর্তৃক বরাদ্দ

ক্রঃনং	জেলার নাম	জিআর চাল (মেঃটন)	জিআর ক্যাশ (টাকা)	ঢেউটিন (বান্ডিল)	গৃহ বাবদ (টাকা)
১	গাইবান্ধা	৭০০	১,৫০০,০০০	৮১০	২,৪৩০,০০০
২	নীলফামারী	৩০০	৩০০,০০০	৯৯৭	২,৯৯১,০০০
৩	কুড়িগ্রাম	১০৫০	১,২০০,০০০	৯৫০	২,৮৫০,০০০
৪	বগুড়া	৬৫০	১,২০০,০০০	৯৫৩	২,৮৫৯,০০০
৫	লালমনিরহাট	৩৫০	১,৮০০,০০০	৪০০	১,২০০,০০০
৬	রংপুর	৩৫০	৭০০,০০০	৯৫৩	২,৮৫৯,০০০
৭	জামালপুর	৭৫০	২,৬৫০,০০০	৯৬৬	২,৮৯৮,০০০
৮	টাংগাইল	৬৫০	৫০০,০০০	৯৫৬	২,৮৬৮,০০০
৯	সিরাজগঞ্জ	৭৫০	১,৪৫০,০০০	৯৫০	২,৮৫০,০০০
১০	ফরিদপুর	২৫০	৩০০,০০০	৫৯৪	১,৭৮২,০০০
১১	নেত্রকোনা	৫৫০	১,০০০,০০০	৪৫১	১,৩৫৩,০০০
১২	সুনামগঞ্জ	৩৫০	৬০০,০০০	৬৫৬	১,৯৬৮,০০০
১৩	রাজবাড়ী	৩০০	৪০০,০০০	২৯৩	৮৭৯,০০০
১৪	মুন্সিগঞ্জ	২০০	৬০০,০০০	২৩৭	৭১১,০০০
১৫	সিলেট	২০০	২০০,০০০	২৪০	৭২০,০০০
১৬	মানিকগঞ্জ	২০০	৩০০,০০০	৩৪৯	১,০৪৭,০০০
১৭	মাদারীপুর	১৫০	৩০০,০০০	২৮৮	৮৬৪,০০০
১৮	শরীয়তপুর	২০০	৩০০,০০০	২৪৯	৭৪৭,০০০
	মোট	**৭৯৫০**	**১৫,৩০০,০০০**	**১১,২৯২**	**৩৩,৮৭৬,০০০**

এছাড়াও বন্যার ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে আক্রান্ত এলাকায় বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। দুর্গত এলাকার ক্ষতিগ্রস্ত অবকাঠামো সংস্কার, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, ক্রয়-ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি যেমন- গ্রামীণ অবকাঠামো সংস্কার (কাবিখা) কর্মসূচি, গ্রামীণ অবকাঠামো রক্ষনাবেক্ষণ (টি.আর) কর্মসূচি, অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি (ইজিপিপি), বন্যা আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ ইত্যাদি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪.০ সীমাবদ্ধতা এবং সুপারিশ

৪.১ সীমাবদ্ধতা

- উপজেলা এবং জেলায় নিয়োজিত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ডি-ফরম পূরণের ক্ষেত্রে দক্ষতার স্বল্পতা, তথ্যাদির বিন্যাসে বিভ্রান্তি এবং জটিলতার কারণে তথ্য যথাসময়ে পাওয়া দুরূহ ব্যাপার।
- বেশীরভাগ জেলা হতে ডি-ফরম সাধারণত ফ্যাক্স এর মাধ্যমে প্রেরণ করায় তথ্যাদি পুনরায় কম্পিউটার ডাটাবেইজে সংকলিত করা সময় সাপেক্ষ।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (DDM) মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত ডি-ফরমের তথ্যাদি সংকলন, বিশ্লেষন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন কর্মকর্তা/কর্মচারীর অপ্রতুলতা এবং প্রতিবেদন প্রস্তুতিমূলক চর্চার অভাব রয়েছে।
- সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বিভিন্ন দুর্যোগের তথ্যাদি সংকলন, বিশ্লেষন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত সংক্রান্ত প্রশিক্ষণের কোন ব্যবস্থা নেই।
- মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তথ্যাদি সম্বলিত ডাটাবেইজের হালনাগাদ করার পর্যাপ্ত ব্যাবস্থা নেই।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের (DDM) প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নিমিত্ত নির্দিষ্ট উইং অন্তর্ভূক্তি না থাকা।
- জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র না থাকা।

৪.২ সুপারিশ

- উপজেলা এবং জেলা হতে ডি-ফরমের মাধ্যমে যথাসময়ে তথ্য প্রেরণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন (অনলাইন ভিত্তিক) করা।
- তথ্যাদি অনলাইন ভিত্তিক আদান-প্রদানের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ ও সরঞ্জামাদি স্থাপন করা।
- Communications with Communities in Emergencies (CwCiE) এর মাধ্যমে প্রস্তুতকৃত বার্তাগুলো (Message) জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপকভাবে প্রচার করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে SMS, IVR এবং Community Radio ব্যবহার করা যেতে পারে।
- সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের প্রস্তুতকৃত তথ্যাদির অবাধ আদান-প্রদান এবং সমন্বয় সাধন নিশ্চিত করা।
- দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর (DDM) এবং সংশ্লিষ্ট স্টেকহোল্ডারদের এর কর্মকর্তা/কর্মচারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- মাঠ পর্যায় হতে প্রাপ্ত ডি-ফরমের তথ্যাদি সংকলন, বিশ্লেষন এবং প্রতিবেদন প্রস্তুত করার নিমিত্ত প্রয়োজনীয় দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা সম্পন্ন জনবল প্রস্তুত/নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা।
- Community Risk Assessment (CRA) এর মাধ্যমে দুর্যোগ ভিত্তিক বিপদাপন্ন জনগোষ্ঠি শনাক্তকরণ এবং বিপদাপন্নতা হ্রাসে উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৫.০ বন্যায় ক্ষয়ক্ষতির চিত্র

চিত্র ১৪: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত জনজীবন

চিত্র ১৫: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বেড়িবাঁধ

চিত্র ১৬: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত বসতবাড়ি

চিত্র ১৭: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা

চিত্র ১৮: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত যোগাযোগ ব্যবস্থা

চিত্র ১৯: বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান

দুর্যোগ প্রতিবেদনঃ বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের বন্যা ২০১৪ সম্পর্কে আরো বিস্তারিত তথ্য জানতে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যোগাযোগ করুনঃ

মোহাম্মদ আবদুল ওয়াজেদ
মহাপরিচালক
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ঢাকা ১২১২

মোহাম্মদ আনিসুর রহমান
পরিচালক (পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন)
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ঢাকা ১২১২

মোঃ ইসমাইল হোসেন
প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তর, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়
দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ভবন, ঢাকা ১২১২

এই প্রতিবেদনটি প্রস্তুত করা হয়েছে আর্লি রিকভারি ফ্যাসিলিটি, ইউএনডিপি বাংলাদেশ এর কারিগরি সহযোগিতায় ও নিম্নোক্ত সংস্থাসমূহের অর্থায়নেঃ

Australian Aid

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Swiss Agency for Development and Cooperation SDC

UNDP
Empowered lives.
Resilient nations.